# কিশোর-কিশোরীদের মুক্তিবার্ত্তা

(কিশোর-কিশোরীদের জন্য একটি ধারাবাহিক পাঠ)

## ভূমিকা

মুক্তিবার্ত্তার মাধ্যমে তুমি নিজে যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে জানার সঙ্গে সঙ্গে অন্যদের কাছে তার পরিচয় তুলে ধরতে পারবে। তোমার বন্ধুদেরকে নিমন্ত্রণ কর যেন তাঁরাও তোমার সঙ্গে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারে। পবিত্র বাইবেলে সম্পর্কে পূর্বধারণা নাথাকলেও এই প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে মুক্তিবার্ত্তায় অংশগ্রহণ -কারীদেরকে পরিচালনা করা কঠিন নয়।

শিক্ষা নির্দেশক অবশ্যই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে না, শুধু প্রশ্নগুলো পাঠ করলেই যথেষ্ট। তারপর সে পবিত্র আত্মার উপর নির্ভর করবে যেন পবিত্র বাইবেল উপলব্ধি করার জন্য সকলের অন্তর খুলে যায়। একেকটি পাঠ শেষ করতে সর্বোচ্চ দেড় ঘন্টার বেশি সময় নেয়া ঠিক নয়। সময়মত শুরু এবং শেষ কর, তা না হলে অনেকে পাঠে অংশ গ্রহণ করা বন্ধ করে দিতেও পারে। প্রতিটি পাঠ শুরু করার পূর্বে শিরোনামে উল্লেখিত কিতাবের অংশটুকু মনোযোগ দিয়ে পাঠ কর। তুমি যদি দেখ যে কোন পাঠে বেশি প্রশ্ন রয়েছে, তাহলে সবগুলো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হবে না। তবে কিছু কিছু প্রশ্ন বাদ দিলেও পাঠের শেষে প্রশ্নগুলো বাদ দেবে না, কারণ এর মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে। আমরা প্রতি পাঠের শেষে একটি উপসংহার টানতে চেষ্টা করছি। শাস্ত্রে শুধু এই কথাই বলা নেই যে ঈশ্বর প্রেম; সে সঙ্গে পাপীদের প্রতি প্রেম করার জন্য পরমেশ্বরকে কতটুকু মূল্য দিতে হয়েছে, সে কথাও বলা আছে।
দল গঠনে মুক্তিবার্ত্তা তোমাকে তিনভাবে সাহায্য করতে পারে: **(১) ক্ষুদ্র দল গঠনে কার্যকরী কর্মসূচী প্রদান; (২) নেতৃত্ব গঠনে শক্তিশালী করে তোলা, এবং (৩) যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে জ্ঞান দেয়া।**

## সূচীপত্র


| | |
|---|---|
| ১। যীশু খ্রীষ্টের সাথে একজন খাজনা-আদায়কারীর সাক্ষাৎ | মথি ৯:৯-১৪ |
| ২। যীশু খ্রীষ্টের সাথে একজন অসহায় অসুস্থ রোগীর সাক্ষাৎ | মার্ক ২:১-১২ |
| ৩। যীশু খ্রীষ্টের সাথে একজন যৌনকর্মীর সাক্ষাৎ | লূক ৭:৩৬-৫০ |
| ৪। যীশু খ্রীষ্টের সাথে একজন সফল রাজনীতিকের সাক্ষাৎ | মার্ক ১০:১৭-২৭ |
| ৫। যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষা : হারানো ছেলে | লূক ১৫:১১-২৪ |
| ৬। যীশু খ্রীষ্টের আরও শিক্ষা : আরেকজন হারানো ছেলে | লূক ১৫:২৫-৩২ |
| ৭। যীশু খ্রীষ্টের আরও শিক্ষা : কে আমার প্রতিবেশী? | লূক ১০:২৫-৩৭ |
| ৮। যীশু খ্রীষ্টের সাথে দুজন দোষী লোকের সাক্ষাৎ | লূক ২৩:৩২-৪৩ |
| ৯। যীশু খ্রীষ্টের সাথে একজন সন্দেহপ্রবণ শিষ্যর সাক্ষাৎ | যোহন ২০:১৯-২৯ |

# ১। যীশু খ্রীষ্টের সাথে একজন খাজনা-আদায়কারীর সাক্ষাৎ - মথি ৯:৯-১৪

*(যীশু খ্রীষ্টের সময়ে ইহুদিরা বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে একত্রে খাওয়া-দাওয়া করতো। ধার্মিক লোকেরা খাজনা-আদায়কারীদের ঘৃণা করতো, কারণ তারা রোমীয় সরকারের পক্ষে খাজনা আদায় করতো। খাজনা আদায়কারীরা অতিরিক্ত টাকা করদাতাদের কাছ থেকে নিয়ে তা ঘুষ হিসেবে নিজেদের পকেটে রাখতো। সাধু মথি পবিত্র বাইবেলের বিধির দশটি বিশেষ হুকুম সম্পর্কে শিক্ষা পেয়েছিলেন, যেমন: চুরি করো না! একজন ফরীসী হচ্ছে ধর্মীয় নেতা।*

১। একজন লোকের যদি আরাম-আয়েশভাবে জীবন যাপন করার যথেষ্ট টাকা পয়সা না থাকে, তবে কি সে সুখী হতে পারে?

- সাধু মথির জীবন কল্পনা করো, খাজনা-আদায়কারী হিসেবে ভালো বেতন থাকা স্বত্ত্বেও তার জীবনের কোন্ বিষয়টি ভালো ছিলো না?
- খাজনা-আদায়কারী হিসেবে কাজ করার সময় সাধু মথি ঈশ্বর ও তার আদেশ সম্পর্কে কি ভাবতেন?
- আমাদের দেশে সাধারণতঃ কেন দেখা যায় যে, লোকেরা টাকা-পয়সা ও অন্যান্য জিনিসগুলো চুরি করে?

২। সাধু মথির অফিসে যীশু খ্রীষ্ট প্রবেশ করার সময়ে তিনি কি বলতে পারেন বলে সাধু মথি আশা করেছিলেন?

- কেন যীশু খ্রীষ্ট সাধু মথির কাছে জানতে চায়নি "তুমি কি আমার শিষ্য হতে চাও?"
- বিখ্যাত ধর্মীয় নেতা তার শিষ্য হওয়ার জন্য তাকে আহ□ান জানানোর পর সাধু মথি সম্ভবত কি ভেবেছিলেন?
- যদিও তিনি জানতেন যে, এ-কাজ করার জন্য তিনি সমালোচিত হতে পারেন, তবু কেন যীশু খ্রীষ্ট চেয়েছিলেন একজন খাজনা-আদায়কারী তার শিষ্য হোক?

৩। সাধু মথি তার টেবিল পরিষ্কার না করেই যখন হঠাৎ করে তার চাকুরী ছেড়ে দিয়েছিলেন, তখন তার সহকর্মীরা কি ভেবেছিলেন?

- ভালো বেতনের চাকুরী এবং তার নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা ত্যাগ করার জন্য কোন্ জিনিষটি সাধু মথিকে সাহস যুগিয়েছিল?

৪। সাধু মথি যা হারিয়েছিলেন তার বদলে যীশু খ্রীষ্টকে অনুসরণ করে তিনি কি পেয়েছিলেন?

- বাড়ীর কর্তা যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য হওয়ার পর কিভাবে সাধু মথির স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের জীবন পরিবর্তন হয়েছিল?
- সাধু মথি কেন যীশু খ্রীষ্ট ও তার পূর্বতন সহকর্মীদের নিমন্ত্রণ করে ভোজের আয়োজন করেছিলেন (১৯)?

৫। আমাদের সমাজে কাদের সাথে অন্যরা মেলামেশা করতে ঘৃণা বোধ করে (১১)?

- যীশু খ্রীষ্ট কেন সমাজের সব শ্রেণীর লোকের সাথে মিশতেন?

৬। ফরীসীরা যীশু খ্রীষ্টকে কেন সামনা-সামনি সমালোচনা না করে শিষ্যদের সামনে তার সমালোচনা করেছিলেন (১১)?

৭। ১২ ও ১৩ পদের মাধ্যমে যীশু খ্রীষ্ট কি বুঝাতে চেয়েছিলেন?

- এই দুটো দলের মধ্যে তুমি কোন্ দলের লোকদেরকে ধার্মিক না পাপী বলে মনে করো?
- (তুমি মনে মনে তোমার অন্তরকে উত্তর দাও)

৮। পরবর্তীকালে সাধু মথি পবিত্র বাইবেলের মথি সু-সমাচারটি লিখেছিলেন; তুমি কি ভাবো তিনি সবকিছু ত্যাগ করে এবং যীশু খ্রীষ্টকে অনুসরণ করে কখনো দুঃখ পেয়েছিলেন? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি তুলে ধরো।

৯। যীশু খ্রীষ্ট এখন তোমার কাছে দুটো প্রশ্ন করছেন: "এস আমার শিষ্য হও!" এবং "যারা ধার্মিক তাদেরকে আমি ডাকতে আসিনি, বরং পাপীদেরকে ডাকতে এসেছি।" তুমি তাকে কি উত্তর দেবে?

- সবাই এই প্রশ্নের উত্তর দেবে। পবিত্র শাস্ত্রের এই অধ্যয়ন থেকে তুমি কি শিক্ষা লাভ করেছ?

ব্যক্তিগত অভিমত ঃ

তারিখ ঃ

---

## ২। যীশু খ্রীষ্টের সাথে একজন অসহায় অসুস্থ রোগীর সাক্ষাৎ – মার্ক ২:১-১২

*(যীশু খ্রীষ্টের সময়ে বাড়ীগুলোর চ্যাপ্টা ছাদ, চূনাপাথর ও টাইল দিয়ে তৈরি করা হতো। ঘরের বাইরের সিড়ি দিয়ে মানুষ ছাদে যেতো। একজন মানুষ মধ্য বা বৃদ্ধ বয়সে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের কারণ অবশরোগী হয়। একজন অবশরোগী নাড়াচাড়া করতে পারে না, এমনকি কথা বলতেও পারে না। যীশু খ্রীষ্ট নিজের জন্য মানুষের পুত্র উপাধি ব্যবহার করেছেন।)*

১। তুমি কি মনে করো একজন মানুষ যদি বিছানায় শুয়ে থাকে, নাড়াচাড়া করতে ও কথা বলতে না পারে, তবে সেই লোক কি সুখী হতে পারে?

- এই রকম রোগীদের প্রতিদিন কি ধরণের সেবা য□ নেয়ার প্রয়োজন?
- এই রকম রোগীর যিনি সেবা করেন তার প্রতিদিনকার জীবন যাপনের কথা একবার ভাবো।

২। সেই সময়ে ইহুদীরা ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস করতেন। অবশরোগী হওয়ার পরে এই লোকটি ঈশ্বর ও বিশ্বাস সম্পর্কে সম্ভবত কি ভেবেছিলেন?

৩। ৫ পদ থেকে আমরা দেখি যে এই লোকটি তার বিবেকের বিরুদ্ধে পাপ করেছিলেন। একজন লোক যখন নাড়াচাড়া এমনকি কথা বলতে পারে না, তখন তিনি কি ধরণের পাপ করতে পারে?

- তুমি কি ভাবো : একজন মানুষ হিসেবে ব্যথা ও অসুস্থতা আমাদেরকে ভালোর দিকে পরিবর্তন করে অথবা খারাপ অবস্থার দিকে নিয়ে যায়?

৪। একজন অবশরোগীকে মাদুরের উপরে শুইয়ে শহরের মধ্য দিয়ে বয়ে আনার ক্ষেত্রে কি কি অসুবিধা দেখা গিয়েছিল?

- কেন অন্য লোকেরা বাড়ীর বাইরে এসে এই গরিব লোকটিকে যীশু খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে যাবার জন্য সাহায্য করেনি (৪)?
- দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকা অসম্ভব জেনেও কেন চারজন লোক তাদের বাড়ীতে ফিরে যায়নি?

৫। অবশরোগীর সঙ্গে এই চারজন লোকের সম্পর্ক কি ছিল? ভিন্ন ধরণের সম্ভাবনার কথাও ভাবো (৩)।

- অবশরোগীকে ছাদে নিয়ে যাওয়ার সময়ে কি ধরণের সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত? (ছাদ সম্পর্কে ভুমিকার তথ্য দেখো।)
- ছাদ ভাংগার জন্য কী ধরণের যন্ত্রপাতির প্রয়োজন? এই চারজন লোক কোথা থেকে ওগুলো যোগাড় করেছিল? ছাদ ভাংগার সময় ঘরের ভেতরে থাকা লোকেরা কি ধরণের মন্তব্য করেছিল?

৬। চারজন লোক তাদের বন্ধুকে সুস্থ হওয়ার জন্য যীশু খ্রীষ্টের কাছে এনেছিল। যীশু খ্রীষ্ট কেন তার পাপ আগে ক্ষমা করেছিলেন (৫)?

- কেন যীশু খ্রীষ্ট এই নিয়মে কাজ করেছিলেন: প্রথমে পাপ ক্ষমা করলেন এবং তারপরে অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ করলেন?
- অতীতের পাপগুলো ক্ষমা করা হয়েছে – অবশরোগীর কাছে এ-কথার অর্থ কি হতে পারে?

৭। এমন একটি পরিস্থিতির কথা ভাবো, তুমি যীশু খ্রীষ্টের কাছে গিয়েছ ও তোমার সবচেয়ে বড় সমস্যা সমাধানের জন্য তাকে অনুরোধ করেছ। যদি তিনি তোমাকে বলেন: "বাছা, তোমার পাপ ক্ষমা করা হয়েছে"। এ-কথা শুনে তুমি কি খুশী হবে না দুঃখ পাবে?

- যদি তোমাকে বাছাই করতে দেয়া হয় তবে তুমি কোন্‌টি বাছাই করবে – একটি ভালো বিবেক অথবা তোমার সবচেয়ে বড় সমস্যার সমাধান?
- অবশরোগী যখন বুঝতে পেরেছিল শেষ পর্যন্ত সে স্বর্গে যাবে, তখন অসুস্থতার প্রতি তার মনোভাব কি ভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল?

৮। ৫ পদে যীশু খ্রীষ্ট অবশরোগীর বিশ্বাসের কথা না বলে তার বন্ধুদের বিশ্বাসের কথা বলেছেন। অবশ্যই যীশু খ্রীষ্টের সাথে সাক্ষাতের আগে লোকটির কোনো বিশ্বাস ছিল না। যখন থেকে সে যীশু খ্রীষ্টের উপরে আস্থা রাখতে শুরু করেছিল বলে তুমি মনে করো, সেই পদ উল্লেখ করো।

- যীশু খ্রীষ্ট মানুষের পাপ ক্ষমা করতে পারেন – সে কথা কেন শিক্ষকরা বিশ্বাস করতো না (৭-৮)?

৯। যীশু খ্রীষ্ট ৯ পদে যে প্রশ্ন করেছেন তার উত্তর দাও।

- এই লোককে সুস্থ করার জন্য যীশু খ্রীষ্টকে কি মূল্য দিতে হয়েছিল? মানুষের পাপ ক্ষমা করার জন্য তাকে কি মূল্য দিতে হয়েছিল?
- তুমি যদি ১০-১২ পদে বর্ণিত ঘটনাবলী নিজের চোখে দেখতে, তাহলে যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে কি ভাবতে?

১০। যদি তুমি অতীতে করা এমন কোনো অন্যায়ের জন্য তোমার অন্তর তোমাকে দোষী করে, তবে এখন শুন যীশু খ্রীষ্ট তোমাকে কি বলছেন: "বাছা, তোমার পাপ ক্ষমা করা হয়েছে।" এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্য তাকে জীবন দিতে হয়েছে, আজকের দিনে তোমার কাছে তার প্রতিশ্রুতির অর্থ কি? (তুমি মনে মনে নিজেকে উত্তর দিতে পারো।)

- (সবাইকে উত্তর দিতে হবে) ঃ এই অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে তুমি কী গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করেছ?

ব্যক্তিগত অভিমত ঃ

তারিখ ঃ

# ৩। যীশু খ্রীষ্টের সাথে একজন যৌনকর্মীর সাক্ষাৎ  লূক ৭:৩৬-৫০

*(যীশু খ্রীষ্টের একজন সম্মানিত অতিথিকে কিভাবে বাড়ীতে স্বাগত জানানো হতো তা ৪৪-৪৬ পদে বর্ণনা করা হয়েছে। লোকেরা মেঝের উপরে বা হেলান দিয়ে বসতো, একারণে কারও ময়লা পা দেখে পাশের লোকের খাওয়ার রুচি হতো না। লক্ষ্য করো যে ইহুদী সংস্কৃতিতে অপরিচিত কোনো লোকের সামনে কোনো মেয়ে তার চুল খোলা রাখতো না। ফরীশী অর্থ ঈশ্বর-ভক্ত লোক। এখানে বর্ণিত শিমোন যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য শিমোন নন।)*

১। তুমি কি ভাবো একজন যৌনকর্মী সুখী জীবন-যাপন করতে পারে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

- সেই শহরের সব লোক জানতো যে এই মহিলা তার দেহ বিক্রি করে। তুমি বিভিন্ন ধারণা খুঁজে বের করো কেন এই মহিলাকে যৌনকর্মী হতে হয়েছিল?

২। ফরীশী শিমোনের কাছে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (মূল্যবোধ) কি ছিল?

- যদিও সে যীশু খ্রীষ্টকে তার বাড়ীতে খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিল, তবু শিমোন একজন চাকরকে যীশু খ্রীষ্টের পা ধুইয়ে দিতে বলেনি কেন? (৩৬, ৪৪-৪৬)
- খাওয়া-দাওয়ার জন্য তার বাড়ীতে যীশু খ্রীষ্টকে নিমন্ত্রণ করার পেছনে শিমোনের কি উদ্দেশ্য ছিল? বিভিন্ন ধরণের বিকল্প সম্ভাবনার কথা ভাবো।

৩। কিভাবে মহিলাটি গোপনে শিমোনের বাড়ীতে এমনকি খাওয়ার ঘরে প্রবেশ করেছিল? বিভিন্ন ধরণের সম্ভাবনার কথা ভাবো।

- সাদা পাথরের পাত্রে রাখা আতর খুবই দামী ছিল। কিভাবে এই মহিলাটি এই আতরের মালিক হতে পেরেছিল, অথবা কী উদ্দেশ্যে সে এটা কিনেছিল? (বিভিন্ন ধরণের বিকল্প সম্ভাবনার কথা ভাবো।)

৪। একজন ফরীশীর বাড়ীতে গেলে তাকে মারধর করা হতে পারে এ-কথা জেনেও মহিলাটি যীশু খ্রীষ্টের সাথে দেখা করার জন্য কেন এতো আগ্রহী ছিল?

- সেই সময়ে ধার্মিক লোকেরা তথাকথিত পাপীদের সাথে কোনো ধরণের সম্পর্ক রাখতো না। কি কারণে মহিলাটি  আশা ও বিশ্বাস করেছিল যে যীশু খ্রীষ্ট তাদের চেয়ে আলাদা?

৫। মহিলাটি কেন যীশু খ্রীষ্টকে স্পর্শ করতে চেয়েছিল (৩৮)?

- যদি একটি ইদুঁর, একটি সাপ অথবা একজন ব্যক্তি যাকে আমরা ঘৃণা করি, তারা আমাদেরকে স্পর্শ করলে কি ঘটে?
- কি কারণে মহিলাটি এই বাস্তবতা থেকে বুঝেছিল যে, যীশু খ্রীষ্ট তার স্পর্শে বিরক্ত হবে না?

৬। অনুমান করো কতক্ষণ ধরে সেই মহিলাটি কেঁদেছিল?

- আরেকজনের পা ধুয়ে দেবার জন্য কারও কতোটুকু চোখের জলের প্রয়োজন?
- কি কারণে মহিলাটি এত বেশী কেঁদেছিল যে যীশু খ্রীষ্টের পা ভিজে গিয়েছিল?
- কেন মহিলাটি যীশু খ্রীষ্টের পা তার উড়না বা আঁচল দিয়ে মুছে না দিয়ে তার চুল দিয়ে মুছে দিয়েছিলেন?
- সেই ভোজসভায় মহিলাটি যদিও একটি কথাও বলেনি, তবু তার আচরণ কি বলছে?

৭। ৪১-৪২ পদে একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্তে যীশু খ্রীষ্ট আমাদেরকে মহাজন ও ঋণীর কথা বলেছেন। এখানে মহাজনের অর্থ ঈশ্বর আর দুজন ঋণী বলতে এখানে যীশু খ্রীষ্ট কাদের কথা বলেছেন?

- যীশু খ্রীষ্ট পাপকে ঋণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। পাঁচশো দিনার ঋণ একজন শ্রমিকের গড়ে দেড় বছরের বেতনের সমান। পঞ্চাশ দিনার একজন শ্রমিকের গড়ে দেড় মাসের মজুরীর সমান। তোমার দেশের মুদ্রামাণে এর পরিমান কত হতে পারে?
- তুমি এতদিন পর্যন্ত যে পাপগুলো করেছ তার প্রতিটি হচ্ছে এক একটা ঋণ। ধরো প্রতিটি পাপের জন্য তুমি ১০ টাকা ঋণী। তাহলে তুমি এখন ঈশ্বরের কাছে কত টাকার ঋণী? (তুমি নিজের অন্তরের কাছে উত্তর দাও।)

৮। কেন শিমোন যীশু খ্রীষ্ট ও মহিলা উভয়কে ঘৃণার চোখে দেখেছিল (৩৯)?

- নিজেদের পাপের দিকে লক্ষ্য না করে অন্যদের পাপ লক্ষ্য করা আমাদের জন্য বেশী সহজ কেন?

৯। কোন্‌টি আগে ঘটে? মহিলাটি কি আগে বিশ্বাস করেছিল যে তার পাপ আগেই ক্ষমা করা হয়েছিল, অথবা সে আগে যীশু খ্রীষ্টকে প্রেম করেছিল যাতে সে তার পাপের ক্ষমা পেতে পারে? ৪২,৪৩, ৪৭ আয়াত থেকে উত্তর দাও।

- এই মহিলা ঈশ্বরের কাছে যে ঋণী ছিল সেই ঋণ কে পরিশোধ করেছিলেন?
- ঈশ্বরের কাছে শিমোনের যে ঋণ রয়েছে সেই ঋণের কী হবে?
- সমস্ত লোকের পাপ ক্ষমার জন্য যীশু খ্রীষ্ট কোন ঋণ পরিশোধ করেছেন?

১০। যীশু খ্রীষ্ট তোমার সমস্ত পাপ জানেন, কিন্তু পাপগুলো থাকা স্বত্বেও তিনি তোমাকে বলছেন: "*তোমার পাপ ক্ষমা করা হয়েছে। তুমি বিশ্বাস এনেছ বলে পরিত্রাণ পেয়েছ। শান্তিতে চলে যাও!*" (৪৮ ও ৫০ পদ)। তার এবং কেবল তারই এ-কথা বলার অধিকার রয়েছে, কারণ, তিনি তার রক্ত দিয়ে তোমার পাপের ঋণ পরিশোধ করেছেন। তাকে তুমি উত্তরে কি বলবে? (তুমি মনে মনে নিজের অন্তরের কাছে উত্তর দাও।)

- (সবাইকে উত্তর দিতে হবে): পবিত্র বাইবেলের এই অধ্যয়ন থেকে তুমি কী গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করেছ?

ব্যক্তিগত অভিমত ঃ তারিখ ঃ

---

## ৪। যীশু খ্রীষ্টের সাথে একজন সফল রাজনীতিবিদের সাক্ষাৎ / মার্ক ১০:১৭-২৭

*(যীশু খ্রীষ্টের অন্যান্য জীবনী থেকে আমরা জানতে পারি যে এই পদে বর্ণিত লোকটি একজন যুবক এবং তিনি সংসদ (মহাসভা) সদস্য ছিলেন (মথি ১৯:২২ ও লূক ১৮:১৯)। পবিত্র বাইবেল থেকে তিনি জেনেছিলেন যে মৃত্যুর পরে তিনি হয় অনন্ত জীবন লাভ করবেন নয়তো তাকে অনন্তকাল নরকে বাস করতে হবে। লক্ষ্য করো যে সেই সংস্কৃতিতে একজন মানুষ কখনো আরেকজন মানুষের সামনে হাঁটু পেতে বসতো না।)*

১। তুমি কি ভাবো একজন মানুষ মৃত্যুর পরে তার কি হবে এ-কথা না জেনে সুখী হতে পারে?

- কি কারণে এই সংসদ সদস্য অস্বাভাবিক ব্যবহার করেছিলেন এবং যীশু খ্রীষ্টের কাছে দৌড়ে গিয়ে তার সামনে হাঁটু পেতে বসেছিলেন (১৭)?
- তিনি যীশু খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের মনোনিত হিসেবে না কি একজন অসাধারণ জ্ঞানী লোক হিসেবে গণ্য করেছিলেন (১৭খ-১৮)?

২। যদিও তিনি ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলো ছেলেবেলা থেকে পালন করে আসছিলেন তবু পরিত্রাণ সম্পর্কে তিনি কেন নিশ্চিত হতে পারেননি?

- মৃত্যুর পরে আমরা স্বর্গে যাব বলে কেন আমরা সব সময়ে নিশ্চিত হতে পারি না?
- তুমি কি মনে করো মৃত্যুর পরে স্বর্গে যাওয়া সম্পর্কে কেউ কি নিশ্চিত হতে পারে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

৩। এখানে যীশু খ্রীষ্টের উল্লেখিত কোন্ আদেশ পালন করা সবচেয়ে সহজ (১৯)?

- আর্থিক ও যৌন বিষয়ে দুর্নীতি করার জন্য অনেক রাজনীতিবিদ প্রলোভিত হয়। এই লোকটি কিভাবে এই ধরণের প্রলোভন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন?
- লক্ষ্য করো যে যীশু খ্রীষ্টের কথানুসারে এই আদেশ কেবল কাজের মধ্য দিয়ে নয়, কিন্তু কথায় ও চিন্তার মধ্য দিয়েও অবশ্যই পালন করতে হবে। তুমি কি ভাবো এই যুবকটি আসলেই তা সফলভাবে পালন করতে পেরেছিলেন (১৯-২০)?
- ২০ পদে যুবক নেতা যা বলেছিলেন, তুমি কি সততার সাথে সে একই কথা বলতে পারো?

৪। যুবক রাজনীতিবিদের কেবল একটি বিষয়ে অভাব ছিল। ২১ পদের সারাংশ করো এবং বলো তার কিসের অভাব ছিল।

৫। যীশু খ্রীষ্ট ২১ পদে স্বর্গে ধন জমা করতে বলেছেন। কিভাবে তুমি স্বর্গে ধন জমা করতে পারো?

- পৃথিবীতে জমা ধন আর স্বর্গে জমা ধনের মধ্যে পার্থক্য কি?
- বর্তমানে যুবকেরা সাধারণতঃ সবচেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি হিসেবে কি গণ্য করে?
- কে বা কি তোমার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান ধন? (মনে মনে নিজের অন্তরকে উত্তর দাও।)

৬। এই যুবকের সম্ভবত একটি পরিবার ও বৃদ্ধা পিতৃমাতৃ ছিল যাদেরকে তার দেখাশোনা করতে হতো। তাদের কি ঘটবে যদি তিনি ২১ পদে বর্ণিত যীশু খ্রীষ্টের আহ□ান অনুসারে যীশু খ্রীষ্টকে অনুসরণ করতেন?

- কল্পনা করো তুমি সেই যুবক রাজনীতিবিদের স্থানে ও পরিবেশে রয়েছ। তুমি কি বিশ্বাস করতে পারো যে, ঈশ্বর তোমার পরিবারের এমনকি তোমার বাড়ীঘর ও সম্পত্তিও দেখাশোনা করতে পারেন?
- পৃথিবীর ধন দান করে তুমি স্বর্গে সেই ধন জমা করার কথা কি ভাবতে পারো? (তুমি মনে মনে নিজের অন্তরকে উত্তর দাও।)

৭। ২১ পদ অনুসারে যীশু খ্রীষ্ট যুবক রাজনীতিবিদকে প্রেম করেছেন। তবে কেন তিনি তাকে এতো কড়া কথা বললেন যে-কথা শুনে তিনি চলে গিয়েছিলেন?

৮। যীশু খ্রীষ্ট তাকে যা করতে বলেছেন তা তিনি করতে পারবেন না। এ-কথা বুঝার পর সে যুবকটি যীশু খ্রীষ্টকে ত্যাগ না করে আর কি করতে পারতেন (২২)?

- এই লোকটি যদি যীশু খ্রীষ্টের সামনে স্বীকার করতো, "আমাকে রক্ষা করুন, আমি টাকার চেয়েও আপনাকে বেশী প্রেম করি!", তিনি তখন সম্ভবত কি উত্তর দিতেন?

৯। এই যুবক রাজনীতিবিদের জীবন কল্পনা করো: তিনি কি সুখী ছিলেন? তিনি তার মৃত্যু সম্পর্কে কি চিন্তা করেছিলেন?

- এই যুবক রাজনীতিবিদের কাছে দেয়া যীশু খ্রীষ্টের উত্তরের সঙ্গে সাধু পিতরের কাছে দেয়া উত্তরের তুলনা করো (২১ ও ২৭ পদ)। তার উত্তর মূলতঃ এক ছিল না কী আলদা ছিল?
- মৃত্যুর পরে কে স্বর্গে যেতে পারে?

১০। "ঈশ্বরের পক্ষে অসম্ভব নয়" এ-কথার অর্থ হচ্ছে: যীশু খ্রীষ্ট তার স্বর্গে জমা ধন ত্যাগ করলেন এবং এই পৃথিবীতে এসে কষ্টভোগ ও মৃত্যুবরণ করলেন যেন তুমি স্বর্গে যাওয়ার টিকিট পেতে পার। এই যুবকের সবচেয়ে বড় ভুল হচ্ছে যীশু খ্রীষ্টকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। তুমি কি তাই করতে যাচ্ছো? (তুমি মনে মনে নিজের অন্তরকে উত্তর দাও।)

- (সবাইকে উত্তর দিতে হবে): তুমি এই সময়ে এই পদগুলো অধ্যয়ন করে কী গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করেছ?

ব্যক্তিগত অভিমত ঃ তারিখ ঃ

---

## ৫। যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষা : হারানো ছেলে / লূক ১৫:১১-২৪

*(যে গল্পের মাধ্যমে যীশু খ্রীষ্ট শিক্ষা দিয়েছেন তাকে দৃষ্টান্ত বলে। পিতা বেঁচে থাকতে সন্তান কখনো সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না বলে ভাগের সম্পত্তি সে কখনো পায় না। যীশু খ্রীষ্টের সময়ে কোনো বাড়ী নির্জন পাহাড়ের উপরে তৈরি হতো না বরং গ্রামের সরু রাস্তার পাশে তৈরি করা হতো। এখান থেকে তুমি কেবল বাড়ীর ছাদগুলো দেখতে পারো (২০)। আমরা আগেই বলেছি, মধ্যপ্রাচ্যে সম্ভ্রান্ত মানুষ কখনো দৌড়তো না।)*

১। একজন যুবক কি সুখী হতে পারে যদি তার বাবা তার চলা ফেরাকে নিয়ন্ত্রণ করে?

- একটি ভালো বাড়ী ও ভালো পিতৃ থাকা স্বত্বেও ছোট ভাইটি কেন সুখী ছিল না?
- তুমি যদি তার পিতৃ হতে তবে তোমার ছেলের চাওয়া বা আবদারের পরিপ্রেক্ষিতে তুমি তাকে কি উত্তর দিতে (১২ক)?

২। তিনি তার ছেলেকে চলে যেতে দিলে কি ঘটতে পারে এ-কথা জেনেও কেন পিতা তার হতাশা ও দুঃখ লুকিয়েছিলেন (১২খ)?

- এই গল্পে পিতার অর্থ ঈশ্বর। এখানে ছেলেটি হচ্ছে বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত একজন লোক। কেন ঈশ্বর উদ্দেশ্যবিহিনভাবে ঘোরাফেরাকে থামানোর চেষ্টা করেন না?

৩। কেন আমাদের সময়েও অনেক যুবক সেই যুবকের জীবনধারার মতো দায়িত্ব পালন না করে এবং পকেটে অনেক টাকা পয়সা নিয়ে বিদেশে একা থাকতে চায়?

- এই যুবক কিভাবে তার পিতার টাকা খরচ করেছে ১৩ ও ৩০ পদে দেখুন।
- দুর্ভাগ্যের সময়ে তার পাশে দাঁড়াতে পারার মতো এমন কোনো প্রকৃত বন্ধু কেন এই যুবক পায়নি?

৪। ইহুদীরা শুয়োরকে অপবিত্র পশু হিসেবে গণ্য করে। এই যুবকটি যখন শুয়োরের খামারে কাজ করতে চেয়েছিল তখন সে কী ভেবেছিল?

- কেন এই যুবক শুয়োরের খাবার খেয়েও তার পেট ভরাতে চেয়েছিল?

৫। এই দুভার্গ্যজনক পরিস্থিতিতে যুবকটি আত্মহত্যা না করে নিজে নিজেই তার চেতনা ফিরে পেয়েছিল (১৭)।

- ১৮-১৯ পদে তুমি দেখতে পাবে যে যুবকটি তার পিতার কাছে গিয়ে তার দোষ স্বীকার করার পরিকল্পনা করছে। পিতার বিরুদ্ধে সে কি পাপ করেছিল?
- 'ঈশ্বরের বিরুদ্ধে' সে কি পাপ করেছিল (১৮)?
- তুমি কি (ক) ঈশ্বরের বিরুদ্ধে এবং (খ) তোমার পিতামাতার বিরুদ্ধেপাপ করেছ? (তুমি মনে মনে নিজের অন্তরকে উত্তর দাও।)

৬। কেন এই যুবকটি চায়নি যে তার পিতা তাকে ছেলে বলে ডাকুক (১৯)?

- কোন্ ধরণের লোক সাধারণতঃ মনে করে যে ঈশ্বরের সন্তান বলে ডাকার যোগ্য তারা নয় (১৯)?

৭। পিতা যখন তার ছেলেকে পা টেনে টেনে, ছেড়াকাপড় পরে রাস্তা দিয়ে আসতে দেখেছিলেন, তখন তিনি কি ভেবেছিলেন (২০)?

- পিতা তার ছেলেকে কিভাবে দূর থেকে দেখে চিনতে পেরেছিলেন (২০): (ভূমিকা দেখো)।
- সে না থাকার বছরগুলোতে তার পিতা কি করেছিলেন বলে তুমি ভাবো?

৮। ছেলেটি তার পিতাকে যা-যা বলবে বলে ঠিক করে রেখেছিল তা সে বলেনি; সে কেন সেই কথাগুলো বলেনি (১৮খ-১৯ ও ২১)?

- পিতা তার ছেলেকে কি বলেছিলেন ও তার সাথে কেমন আচরণ করেছিলেন (২২-২৩)?
- পিতা তার ছেলেকে কেন ক্ষমা করেছিলেন? পদ উল্লেখ করো।
- ছেলে পিতার প্রেম ও ক্ষমার উপর কখন আস্থা রাখতে শুরু করেছিল? পদ উল্লেখ করো।
- ২৪ পদে বলা কথা দ্বারা পিতা কি বুঝাতে চেয়েছেন?

৯। ঈশ্বরের প্রেম কিভাবে মানুষের প্রেম থেকে আলাদা?

- এই দৃষ্টান্ত খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম গ্রহণ সম্পর্কে কি বলে?

১০। "আমার ছেলে মারা গিয়েছিল আবার বেঁচে উঠেছে।" যীশু খ্রীষ্টও তার পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নয়, কিন্তু পিতার ইচ্ছাকে পূর্ণ করার জন্য পিতার বাড়ী ছেড়ে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। বাড়ী ফিরে যাওয়ার সময় স্বর্গের দরজা তার মুখের সামনে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল যার জন্য তাকে কেঁদে কেঁদে চিৎকার করে বলতে হয়েছিল, "প্রভু আমার, প্রভু আমার, কেন তুমি আমাকে ছেড়ে গিয়েছ?" এই গল্পে যিভাবে ছেলেকে স্বাগত জানানো হয়েছিল সেভাবে যীশু খ্রীষ্টকে স্বাগত জানানো হয়নি। এবং যীশু খ্রীষ্টকে যেভাবে প্রত্যাখান করা হয়েছিল তেমনিভাবে ছেলেটিকে প্রত্যাখান করা হয়নি।

- (সবাইকে উত্তর দিতে হবে): এই পদগুলো থেকে তুমি কী গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করেছ?

ব্যক্তিগত অভিমত ঃ তারিখ ঃ

---

## ৬। যীশু খ্রীষ্টের আরও শিক্ষা: আরেকজন হারানো ছেলে / লূক ১৫:২৫-৩২

*(ছোট ছেলে যখন পিতার কাছ থেকে সম্পত্তির অর্ধেক অংশ লাভ করেছিল ঠিক সেই সময়ে পিতা তার অর্ধেক সম্পত্তি বড় ছেলের জন্যও রেখেছিলেন (১২ পদ)। এটা পিতার কোনো দোষ নয় যে তার ছেলে তার পিতার কথা বিশ্বাস করেনি।)*

১। একজন যুবক বাবা-মা তাকে ভালোবাসে না বলে জেনে কি কখনো সুখী হতে পারে?

- যদি সে তার বাবার বাড়ীতে অসুখী ছিল তবে সে কেন তার সবকিছু ত্যাগ করে তার ভাইয়ের সাথে বিদেশে চলে যায়নি?
- তুমি কি ভাবো বড় ছেলেটি আরও কিছু বেশী পাবার আগ্রহী ছিল?

২। যদিও তার বাবা তার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে সে তার অর্ধেক সম্পত্তি পাবে, তবু বড় ছেলেটি কেন নিজেকে প্রায় গোলামের মতো মনে করেছিলেন (১২খ, ২৯, ৩১)?

- এই গল্পে যদি পিতা ঈশ্বর হন এবং ছোট ছেলেটি যদি এমন একজন লোক যে তার বিশ্বাস থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে, তবে বড় ছেলেকে আমরা কি বলতে পারি বা তাকে কি দ্বারা বুঝানো যেতে পারে?
- তুমি কি ভাবো বাবা তার ছেলেদের প্রতি ন্যায্য আচরণ করেছিলেন?

৩। বড় ছেলেটি দিনের পর দিন মাঠে কাজ করার সময় কী চিন্তা করতে পারে?

- যদি তুমি কখনো ২৯-৩০ পদে বর্ণিত বড় ছেলেটির মতো নিজেকে মনে করে থাকো, কোন্ পরিস্থিতির জন্য এটা ঘটেছিল?
- বড় ছেলেটি তার বন্ধুদের নিয়ে আমোদ প্রমোদ করতে না পারার আসল কারণ কি ছিল?
- যদি বড় ছেলে একটি ছাগল, ভেড়া অথবা একটি বাছুর বধ করে তার বন্ধুদের সাথে আমোদ প্রমোদ করে খাওয়া দাওয়া করতো, তবে তার পিতা কিভাবে এটাকে গ্রহণ করতেন (৩১)?

৪। ছোট ছেলেটি ইতিমধ্যে গ্রামের সব লোকদের সামনে তার বাবাকে অপমান করেছিল এবং এখন বড়ো ছেলেটিও তাই করলো। এই কাজ করার পরেও তার পিতা কেন তার উপরে রাগ করেনি?

- ২৮খ ও ৩১-৩২ পদ থেকে তুমি পিতা সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করো?

৫। বাবা সব সময় তার সাথে ভালো ব্যবহার করা স্বত্বেও কেন বড় ছেলেটি পিতাকে ভালবাসতো না?

- এই দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে বলো: ঈশ্বরকে ভালো না বাসার কি কি কারণ থাকতে পারে?

৬। বড় ছেলেটি ভেবেছিল যে সে সব সময়ে পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করেছে (২৯); তবু পিতা তার ছেলের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশী কি আশা করেছিলেন?

- কি কারণে আমরা বুঝতে পারি যে ছোট ভাইকে বড় ভাই কোনোমতেই ভালবাসতো না (৩০)?
- বড় ছেলেটি কাকে প্রেম করতো?

৭। বড় ছেলেটি আমোদ প্রমোদে যোগ দিয়েছিল কি না, এ-কথা না বলেই কেন যীশু খ্রীষ্ট মাঝপথে গল্প আর বলেননি (২৮, ৩২)?

৮। যীশু খ্রীষ্টের বলা গল্পে ভোজসভা সব সময়ই স্বর্গের চিহ্ন বহন করে। এই গল্প অনুসার কে শেষ পর্যন্ত স্বর্গে যাবে?

- এই গল্প অনুসার যদি কেউ শেষ পর্যন্ত স্বর্গে যেতে না পারে তবে এটা কার দোষ?

৯। দুজন ভাই পর দিন সকালে যখন মাঠে কাজ করতে গিয়েছিল তখনকার পরিস্থিতি কল্পনা করো। তাদের অনুভূতির মধ্যে কেমন পার্থক্য ছিল?

- পৃথিবীর সব লোক এই গল্পে বলা দুজন ভাইয়ের যে কোনো একজনের মতো। কোন্ ভাইয়ের সাথে তোমার মিল রয়েছে বলে তুমি মনে করো? (তুমি মনে মনে নিজেকে উত্তর দাও)।

১০। যীশু খ্রীষ্ট তোমাকে বলছেন, **"আমার যা কিছু রয়েছে সব তোমার।"** ক্রুশের উপরে মৃত্যুবরণ করে তিনি স্বর্গে তোমার জন্য একটি জায়গা অর্জন করেছেন। তোমার বিশ্বাস আনার দিনে তিনি তার এই সম্পত্তির উত্তরাধিকার তোমাকে দিয়েছেন। বড় ছেলেটি এই প্রতিজ্ঞা বিশ্বাস না করে এই উত্তরাধিকার পাবার জন্য দাসের মতো কঠোর পরিশ্রম করেছে। তুমি কি বিশ্বাস করো তোমার স্বর্গীয় উত্তরাধিকার বিনামূল্যে লাভ করেছ অথবা তুমি ভালো কাজ করে স্বর্গীয় উত্তরাধিকার অর্জন করতে চাও? (তুমি মনে মনে নিজেকে উত্তর দাও)।

- (সবাইকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে): এই পাঠ থেকে তুমি কি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করেছ?

ব্যক্তিগত অভিমত ঃ তারিখ ঃ

---

## ৭। যীশু খ্রীষ্টের আরও শিক্ষা : কে আমার প্রতিবেশী? লূক ১০:২৫-৩৭

*(পাহাড়ী এলাকায় রাস্তা - জেরুশালেম আর যিরীহোর মাঝখানে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ পথ খুবই বিপদজনক ছিল; কারণ রাজপথে ডাকাতরা পথিকদের উপর আক্রমণ করতো। লেবীয় উপাসনাগৃহের কাজকর্মে যাজকদের সাহায্য করতেন। যীশু খ্রীষ্টের সময়ে ইহুদীদের সঙ্গে শমরিয়দের শত্রুতা ছিল, যদিও শমরিয়রা একই দেশে তাদের সাথে বসবাস করতো। (তোমার নিজের দেশ থেকে উদাহরণ দাও)। রাশিয়া : এই গল্প আরও সহজে বুঝা যায় যদি তুমি চিন্তা করো এই গল্পে বর্ণিত সব লোক রাশিয়ান কেবল শমরিয় ছাড়া – তিনি হচ্ছেন চেচেন। অথবা মঙ্গোলিয়া: এই গল্প আরও সহজে বুঝা যায় যদি তুমি মনে করো এই গল্পে বর্ণিত সব লোক মঙ্গোলিয়ার অধিবাসী কেবল শমরিয় লোকটি হচ্ছে চৈনিক)।*

১। একজন মানুষ যদি তার সংগীর দুঃখের প্রতি উদাসীন থেকে কেবল তার নিজের ও তার পরিবারের কথাই চিন্তা করে, তবে কি সে সুখী হতে পারে?

- তুমি টাকা পয়সা দিয়ে কতোবার অভাবীদের সাহায্য করেছ?

২। আগে আমরা একজন রাজনীতিবিদের সম্পর্কে শিখেছিলাম, যিনি যীশু খ্রীষ্টকে এই পদে বর্ণিত ব্যবস্থার শিক্ষকের মতো একই প্রশ্ন করেছিলেন। এই পদগুলোতে যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গে যাওয়ার পথ সম্পর্কে কি বলেছেন (২৫-২৭)?

- যীশু খ্রীষ্টের বলা ২৭ পদের শিক্ষা অনুসারে সেই সব শর্তাবলী পালন করে তোমার স্বর্গে যাওয়ার কতটুকু সম্ভাবনা রয়েছে?

৩। যীশু খ্রীষ্ট এই গল্পে ডাকাতরা আধ-মরা করে রেখে যাওয়া একজন মানুষ সম্পর্কে বলেছেন। ঘন্টার পর ঘন্টা যখন সে আধ-মরা অবস্থায় পথের পাশে পরে রয়েছিল, তখন তার চিন্তাভাবনার কথা ভাবো (৩০)।

- নির্দিষ্ট সময়ে তাকে দেখতে না পেয়ে তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা কি ভেবেছিল বা কি দুশ্চিন্তা করছিল?

৪। আহত লোকটিকে সাহায্য করার মধ্যে পথিকদের কি বিপদ ছিল?

- সেই পথ দিয়ে ইহুদী যাজক ও লেবীয় উপাসনাগৃহে তাদের সৃষ্টি ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছিলেন। যদি আহত লোকটি তাদের নিজের ছেলে হতো, তবে এই দুজন লোক তখন কি করতো বলে তুমি ভাবো?
- যত বেশী সম্ভব বিকল্প যুক্তিগুলোর কথা ভাবো, আহত অচেনা লোকটিকে সাহায্য করতে কেন এই দুজন লোক এগিয়ে আসেনি (৩১-৩২)?
- ওই পরিস্থিতিতে তুমি কিভাবে কাজ করতে?

৫। ইহুদী যাজক ও লেবীয় ছেলেবেলায় শিক্ষা পাওয়া প্রেমের আদেশকে কিভাবে ব্যাখ্যা করেছে? ২৭ পদ দেখো।

- যদি কেউ এই কথা বলে যে **"আমি আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে ঈশ্বরকে প্রেম করি, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে অন্যদের সাহায্য করতে আমার হাতে কোনো সুযোগ নেই"**, তবে তুমি সেই লোক সম্পর্কে কি ভাবো?

৬। যদি শমরিয় লোকটি আহত লোকটিকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতেন, তবে কিভাবে তিনি তার আচরণের স্বপক্ষে অজুহাত তুলে ধরে এড়িয়ে যেতে পারতেন? (ভূমিকা দেখো)

- এই পরিস্থিতিতে কোন্ দিক দিয়ে শমরিয় লোকটি অন্য দুজন লোকের চেয়ে আরো বেশী কাজ করেছেন (৩৩-৩৫)?

৭। দুই দিনার ছিল একজন শ্রমিকের দুদিনের মজুরী, এই টাকা দিয়ে দুজন লোক কোনো হোটেলে দুমাস থাকতে পারতো। কতো টাকা দুই দিনার সমান?

- কেন এতো টাকা একজন সম্পূর্ণ অচেনা শমরিয় লোককে দিয়েছেন তার সম্ভাব্য কারণের কথা ভাবো (৩৫)।
- তোমার নিজের কথায় বলো, এই শমরিয় পথিক প্রেমের আদেশের শতকরা কতভাগ পূরণ করেছেন? ২৭ পদ দেখো।

৮। প্রতিবেশী বলতে যীশু খ্রীষ্ট কাকে বুঝিয়েছেন?

- প্রতিবেশী কারা যাদেরকে তোমার সাহায্য করা উচিত?

৯। যদি তোমাকে এই গল্পে বর্ণিত কোনো চরিত্রকে বাছাই করার জন্য অনুরোধ করা হয়, তোমার বিবেচনায় সবচেয়ে সেরা লোক কে?আহত লোক, যাজক, লেবীয় অথবা হোটেলের মালিক? এই বিশেষ চরিত্রকে বাছাই করার স্বপক্ষে তোমার যুক্তি তুলে ধরো।

- কোন্ দিক দিয়ে এই গল্পের শমরিয় লোকটির যীশু খ্রীষ্টের মিল রয়েছে?
- যীশু খ্রীষ্ট কিভাবে আহত ইহুদী লোকটির মতো?
- ২৭ পদে বর্ণিত উপায় ছাড়াও যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গে যাওয়ার জন্য আরেকটি পথ তৈরি করেছেন। এই পথ কি?

১০। "তুমিও গিয়ে সেই রকম করো!" যীশু খ্রীষ্ট বলেছিলেন এবং তিনি গেলেন ও নিজে একই কাজ করলেন। এমনকি যদি সমস্ত লোক তোমার পাশ দিয়ে চলে যায়, তোমার দুঃখের প্রতি উদাসীন থাকে, তবুও খ্রীষ্ট কখনো তা করতে পারেন না। তিনি এখনও তোমার পাশে আছেন এবং তোমার হৃদয়ের ক্ষত বেঁধে দিতে চান। তুমি তাকে উত্তরে কি বলবে? (তুমি মনে মনে নিজেকে উত্তর দাও)।

- (সবাইকে উত্তর দিতে হবে): এই অধ্যয়ন থেকে তুমি কী গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করেছ?

ব্যক্তিগত অভিমত ঃ
তারিখ ঃ

---

## ৮। যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে দুজন দোষী লোকের সাক্ষাৎ / লূক ২৩:৩২-৪৩

*(রোমান সাম□াজ্যে সবচে মারাত্মক অপরাধের জন্য অপরাধীকে ক্রুশে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো। এই জন্য আমরা অনুমান করতে পারি এই দুজন দোষী লোক পেশাগতভাবে ডাকাত অথবা টাকার জন্য মানুষ খুন করতো। খ্রীষ্ট হলো রাজ্যের উপাধি, খ্রীষ্টের আগমনের জন্য ইহুদীরা পুরাতন নিয়মের সময় থেকে অপেক্ষা করেছিল।)*

১। অন্য লোককে ঘুষি মেরে ও গালি দিয়ে কোনো লোক কি সুখী হতে পারে?

- বর্তমান সময়ে কেন অনেক যুবক সন্ত্রাস ও ছিনতাই করাকে উপভোগ করে?

২। এই দুজন লোক কেন যুবক বয়সেই সন্ত্রাসী হয়েছিল তার বিভিন্ন কারণের কথা ভাবো।

- সীমার বাইরে চলে যাওয়ার আগে সম্ভবত কে তাদেরকে থামাতে পারতো?
- তুমি যখন বুঝতে পারো যে তোমার আচরণ তোমার নিজের ও অপরের জন্য ক্ষতিকর, তখন তুমি কি সব সময়ে তোমার আচরণ পরিবর্তন করো?

৩। এই দুজন দোষী লোক অন্য যেকোনো লোকের তুলনায় আরও ভালোভাবে যীশু খ্রীষ্টের আচরণ লক্ষ্য করেছিল। যীশু খ্রীষ্টের কোন কথা বা কাজ তাদেরকে সবচেয়ে বেশী বিস্মিত করেছিল (৩৪-৩৫)?

- যারা তার উপরে অত্যাচার করেছিল যীশু খ্রীষ্ট কেন তার স্বর্গীয় পিতার সামনে তাদেরকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন (৩৪)?
- তোমার সবচেয়ে বড় শত্রুর জন্য তুমি কি এভাবে প্রার্থনা করো: **"প্রভু তাকে ক্ষমা করুন, সে নিজেই জানেনা কতো খারাপ আচরণ সে আমার সাথে করেছে"** (৩৪)?

৪। জনতা, সৈন্যরা ও এই একজন দোষী লোক যীশু খ্রীষ্টের প্রতি কিভাবে সাড়া দিয়েছিল তা পদগুলো থেকে খুঁজে বের করো (৩৪খ-৩৯)।

- কি কারণে এই লোকেরা যীশু খ্রীষ্টকে নিয়ে ঠাট্টা করেছিল (৩৫-৩৯)?
- কেন যীশু খ্রীষ্টের কোনো বন্ধু এই সময়ে তার পাশে দাঁড়ায়নি বা রক্ষা করতে এগিয়ে আসেনি?
- তুমি যদি ক্রুশের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে তবে কি বলতে বা করতে?

৫। কী কারণে একজন দোষী লোক বুঝতে পেরেছিল যে, যীশু খ্রীষ্ট রাজা ছিলেন এবং তার একটি নিজের রাজ্য আছে (৩৭-৩৮, ৪২)?

- যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে পৃথিবীর অন্য রাজার তুলনা করো। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য কি?
- কি কারণে একজন ডাকাত এই সিদ্ধান্তে পৌচেছিল যে, যীশু খ্রীষ্ট কেবল একজন রাজা ছিলেন না বরং তিনি স্বয়ং ঈশ্বরের হুবহু প্রকাশ (৪০-৪১)?

৬। বেশীর ভাগ অপরাধী কখনো তাদের অপরাধ স্বীকার করে না। কি কারণে এই দোষী লোক স্বীকার করেছিল যে সে তার অপরাধের জন্য উচিত শাস্তি পাচ্ছে (৪১)?

- এমনকি এই পরিস্থিতিতেও কেন অন্য দোষী লোকটি তার অপরাধ স্বীকার করেনি?
- এই দুজন দোষী লোকের মধ্যে যে তার অপরাধ স্বীকার করেছিল অথবা যে দোষ স্বীকার করতে অমান্তি হয়েছিল, কোনজনকে তুমি ভালোভাবে বুঝতে পারো?

৭। ৪২ পদে একটি ছোট্ট প্রার্থনা রয়েছে: **"আমার কথা মনে রাখবেন!"** মানুষ হিসেবে কেন এটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে যাকে আমরা প্রেম করি, আমাদের কষ্টভোগের সময় আমরা চাই তারা যেন আমাদেরকে মনে রাখে?

- এই দোষী লোকটি যীশু খ্রীষ্টের রাজ্যে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়ার জন্য কেন তাকে সরাসরি অনুরোধ করেনি?

৮। যীশু খ্রীষ্ট তাকে যে উত্তর দিয়েছিলেন তা শুনার পর এই দোষী লোকটি কি ভেবেছিল (৪৩)?

- কেন যীশু খ্রীষ্ট এরকম একজন নিষ্ঠুর খুনীকে স্বর্গে নিয়ে যাবেন?
- এই অপরাধী কখন যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস আনতে শুরু করেছিল বলে তোমার মনে হয়? পদ উল্লেখ করো।

৯। যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস আনা সেই দোষী লোকটির জীবনের শেষ কয়েক ঘন্টার কথা ভাবো, এই সময়ে সে কি সুখী বা অসুখী ছিল?

- সম্ভবত এই দোষী লোকটির মা, স্ত্রী বা সন্তান ক্রুশের কাছেই দাঁড়িয়েছিল। এই লোকটি নিজে তার পরিবারের কাছে কি ধরণের স্মৃতি রেখে গিয়েছিলেন?
- অনাগত প্রজন্ম যারা পবিত্র শাস্ত্র পাঠ করে তার সম্পর্কে জানবে, তাদের কাছে এই লোকটি কি ধরণের সাক্ষ্য রেখে গিয়েছেন?

১০। একজন দোষী লোকের সামনে স্বর্গের দরজা খুলে গিয়েছিল, কিন্তু এর বদলে যীশু খ্রীষ্টকে মৃত্যুর দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে হয়েছিল। তুমি কি দোষী লোকটির মতো একই প্রার্থনা করতে চাও, "খ্রীষ্ট যীশু, আমার কথা মনে করবেন!" যদি তুমি তা করো তিনি তোমাকে একই উত্তর দেবেন, "একদিন তুমি আমার সাথে পরমদেশে থাকবে!" (তুমি মনে মনে নিজেকে উত্তর দাও)।

- (সবাইকে উত্তর দিতে হবে) : এই অধ্যয়ন থেকে তুমি কী গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করেছ?

ব্যক্তিগত অভিমত ঃ তারিখ ঃ

---

## ৯। যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে একজন সন্দেহপ্রবণ শিষ্যর সাক্ষাৎ / যোহন ২০:১৯-২৯

*(সাধু থোমা যীশু খ্রীষ্টের বারোজন শিষ্যর মধ্যে একজন ছিলেন। সম্ভবত তার আরেকজন যমজ ভাই ছিল; কারণ তার নামের অর্থ "যমজ"।)*

১। কেয়ামতের দিন কবর থেকে আবার জীবিত হয়ে উঠবে এ-কথা না জেনে কোনো মানুষ কি সুখী হতে পারে?

- সাধু থোমার মতো লোকদের ভালো বৈশিষ্ট্য কী? খারাপ বৈশিষ্ট্য কী?

- তুমি কী ভাবো যীশু খ্রীষ্ট কেন এরকম একজন লোককে তার শিষ্য হিসেবে মনোনীত করেছিলেন?

২। সকালে ও রবিবারে যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে শিষ্যরা কী ভেবেছিলেন?

- কেন শিষ্যরা যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করেন নি?
- বিভিন্ন ব্যাখ্যার কথা ভাবো; সাধূ থোমা অন্য দশজন শিষ্যর সঙ্গে না থেকে রবিবার সন্ধাবেলায় কোথায় কোথায় যেতে পারেন (২৪)?
- কেন পুনরুত্থিত যীশু খ্রীষ্ট তার শিষ্যদেরকে এভাবে সম্ভাষন জানিয়ে বলেছিলেন, "তোমাদের শান্তি হোক!" (২১,২৬)?

৩। এই পুনরুত্থানের বিষয়ে পূর্ববতী ভাববাদীরা এবং যীশু খ্রীষ্ট নিজেও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এখন সাধু থোমার দশজন ঘনিষ্ট বন্ধু তাকে নিশ্চিত করে বলেছিলেন যে, তারা নিজের চোখে পুনরুত্থিত যীশু খ্রীষ্টকে দেখেছেন। এসব কথা শুনার পরেও কেন সাধু থোমা যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করেনি (২৫ক)?

- তুমি যদি সাধু থোমা হতে, তবে তুমি কি যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করতে? তোমার বক্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি তুলে ধরো।

৪। পরবর্তী সপ্তাহে আনন্দে পূর্ণ বন্ধুদের মাঝে সাধু থোমার অনুভূতির কথা তুমি কিভাবে অনুমান করতে পারো?

- কী কারণে সেদিন সাধু থোমা তার বন্ধুদের সাথে ছিলেন এবং সেই সপ্তাহে তার নিজের কাজে তিনি যাননি?
- সাধু থোমার ক্ষেত্রে কী ঘটতে পারতো যদি সেই দিন তিনি তার বন্ধুদের ছেড়ে অন্য জায়গায় যেতেন?
- বিশ্বাসের মৌলিক বিষয়ে যদি আমরা সন্দেহ করে বিশ্বাসীদের সহভাগিতা ত্যাগ করি, তবে আমাদের কি হবে?

৫। কেন সাধু থোমা পুনরুত্থিত যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করার আগে যীশু খ্রীষ্টকে স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন (২৫খ)?

- যখন সাধু থোমা নিজের কথা যীশু খ্রীষ্টের মুখ থেকে শুনেছিলেন তখন তার অনুভূতি কেমন ছিল বলে তুমি মনে করো (২৫-২৭)?

৬। কিভাবে আমরা বুঝতে পারি যে যীশু খ্রীষ্ট কোনো ভূত বা আত্মা ছিলেন না (২৭)?

- তুমি কি মনে করো সাধু থোমা আসলেই যীশু খ্রীষ্টের হাতের চিহ্ন ও পাঁজরের ক্ষতে হাত দিয়েছিল?

৭। সু-সমাচারে উল্লেখিত সাধু থোমা প্রথম ব্যক্তি যিনি যীশু খ্রীষ্টকে কেবল ঈশ্বরের পুত্র না বলে ঈশ্বর বলেছেন (২৮)। কেন এই বিশ্বাসীগণ বিশ্বাস করে যে, যীশু খ্রীষ্টই হচ্ছেন ঈশ্বর?

৮। ২৯ পদে যীশু খ্রীষ্ট কার কথা বলেছেন?

- এ-সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভের আগে ঈশ্বরের সাহায্যের উপরে বিশ্বাস করা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

৯। এই পদগুলো অনুসারে যীশু খ্রীষ্ট তার উপরে বিশ্বাস আনতে চান কিন্তু পারেন না এমন একজন লোকের সাথে কিভাবে আচরণ করেন?

- তুমি এমন লোককে কি উত্তর দেবে যে লোক তোমাকে বলে: 'আমি যীশু খ্রীষ্ট্কে বিশ্বাস করি কিন্তু তার দৈহিক পুনরুত্থান বিশ্বাস করি না'?

- যদি যীশু খ্রীষ্টের দেহ কবর থেকে জীবিত না হয়, তবে কেন সমস্ত বিশ্বাসীগণের বিশ্বাস শক্তি হারিয়ে ফেলে?

১০। সাধু থোমা যীশু খ্রীষ্টকে বলেছিলেন: "প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার!" আজকে কী তুমি যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে এমন স্বীকারোক্তি করতে পারো? (তুমি মনে মনে নিজেকে উত্তর দাও)।

- (সবাইকে উত্তর দিতে হবে) : এই পদগুলো অধ্যয়ন করে তুমি কী গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করেছ?

ব্যক্তিগত অভিমত ঃ

তারিখ ঃ